সংবাদ

তারিখ 13 AUG 2008
পৃঃ ৫ কলাম ৬

সরকারের নতুন পরিপত্র জারি

মহম্মদপুরে বেসরকারি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পদ হারালেন ২৭ প্রধান শিক্ষক

প্রতিনিধি, মহম্মদপুর (মাগুরা)

মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার বেসরকারি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৭ জন প্রধান শিক্ষক পদ হারাচ্ছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন শর্তপূরণে ব্যর্থ এসব শিক্ষক দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষক পদে থাকা সত্ত্বেও এখন থেকে তাদের সাধারণ শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিদ্যালয়ের অন্য তিনজন শিক্ষকের মধ্যে শর্তপূরণে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগ করা হবে। দেয়া হবে নতুন স্কেলে বেতন। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, বেসরকারি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কোন পদ ছিল না। নির্ধারিত চারজন শিক্ষকের মধ্য থেকে একজন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন। এজন্য তিনি অন্যদের চেয়ে ৫০ টাকা বেশি বেতন পেতেন। সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদ সৃষ্টি করে নতুন বেতন স্কেল প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় এবং জুড়ে দেয় বিভিন্ন শর্ত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বিদ্যালয়) মো. জিয়া হাসান ইবনে আহমদ স্বাক্ষরিত পরিপত্রে বলা হয়েছে, প্রধান শিক্ষক পদে বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষকের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে যোগ্য একজন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হবে। ১ জুলাই ১৯৯২ সালের আগে চাকরিতে যোগদান করলে একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি পাস হতে হবে। পরে যোগদান করলে প্রার্থীকে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রশিক্ষণ, প্রাপ্তরা (সিইনএড) ৩ হাজার ৫০০ টাকা স্কেলে এবং প্রশিক্ষণ ছাড়া ৩ হাজার ৩০০ টাকা বেতন স্কেল পাবেন। যোগ্য লোক পাওয়া না গেলে আগের অবস্থা বহাল থাকবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলায় মোট ৫৮টি বেসরকারি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। পরিপত্রের শর্ত পালন করতে ব্যর্থ হওয়ায় বিদ্যালয়ের শুরু থেকে কর্তব্যরত ২৭ জন প্রধান শিক্ষকের পদ হারিয়েছেন।

এতে শিক্ষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. শেখ রেজাউল হক রিজু বলেন, সরকারের নতুন পরিপত্রে প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও নতুন স্কেল পাওয়ায় অনেকেই খুশি আবার দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব পালন করে প্রধান শিক্ষকের পদ হারানোর বিষয়টি অনেকেই ভালভাবে নিচ্ছেন না।